দৈনিক সংবাদ

১ ৪ 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেহেরপুর ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট

অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা ॥ প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

গোলাম মোস্তফা, মেহেরপুর থেকে ঃ চরম অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত মেহেরপুর ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট। একদিকে প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, ক্লাসরুমের অভাবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ৪টি ট্রেডে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১শ' ৬০ জন। প্রতি ট্রেডে ৩ জন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস-এ আছে ১জন, ফার্ম মেশিনারিতে আছে ২ জন এবং ওয়েলডিং ওয়ার্কস ও ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং-এ বর্তমানে কোন শিক্ষক নেই। এরই সঙ্গে সুপারিনটেন্ডেন্ট ও স্টোর কিপারের পদ দু'টিও রয়েছে শূন্য। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিয়মিত ক্লাস ও উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে জানায়, এমনিতেই শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাস হয় না। তার ওপর প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে আমরা কিছুই শিখতে পারি না। শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ প্রতি বছর সরকারি অর্থ বরাদ্দ থাকলেও নামমাত্র নতুন উপকরণের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পুরনো ও অচল উপকরণের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলে। ফার্ম ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য ট্রাক্টরটি কয়েক বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে অথচ কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সুপার ফজলে রাব্বি বলেন, শিক্ষা উপকরণ ক্রয়বাবদ যে সরকারি অর্থ বরাদ্দ থাকে তা সীমিত। এ বছর ৭০ হাজার টাকা পেয়েছি, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বরাদ্দকৃত অর্থে যে উপকরণ কেনা হয়, তা দিয়ে চালানো সম্ভব হয় না। তাই যে উপকরণটি শেষ হয়ে যায় সেটি পুরনো দিয়ে চালাই। ট্রাক্টর ড্রাইভিং শেখার কোন নিয়ম না থাকায়, তা সচল রাখার গুরুত্ব বেশি নয়। ইঞ্জিন খুলে শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়।

উল্লিখিত সমস্যার পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত সুপারের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। অভিযোগ রয়েছে, ঠিকাদারের সঙ্গে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থের উপকরণ না কিনে আংশিক টাকার কিনে এবং বাকি টাকা স্টোর এন্ট্রি দেখিয়ে তা আত্মসাৎ করে। ফলে স্বভাবতই পুরনো শিক্ষা উপকরণে শিক্ষা কার্যক্রম চলে। ভোকেশনালের আওতাধীন ৫৫টি নারকেল গাছ, ১০টি কাঁঠাল গাছ, ১০টি আম গাছ, ২৫টি পেঁয়ারা গাছসহ বনজ গাছ রয়েছে। নিয়মানুযায়ী ফলকর বিক্রি দিয়ে তা সরকারি খাতে জমা দেয়ার কথা; কিন্তু তিনি তা না করে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। উপরন্তু তিনি, ভোকেশনাল থেকে ২৫ মণ রড, ১০ হাজার টাকা মূল্যের একটি জাম গাছ কেটে নিয়ে তার মেহেরপুর শহরের নবনির্মিত বাড়িতে কাজে লাগিয়েছে।

এসব অভিযোগ অস্বীকার করে ভারপ্রাপ্ত সুপার ফজলে রাব্বি বলেন, এখানে জিল্লুর রহমান নামে এক স্টোর-কিপার ছিলেন, (তিনি বর্তমানে বদলি হয়ে নড়াইলে আছেন) তিনি পরোক্ষভাবে আমাকে প্রস্তাব করেন, বরাদ্দকৃত অর্থের আংশিক মালামাল কিনে বাকি টাকা ভাগ করে নিতে। তার অভিমত সর্ব ভোকেশনালেই ওভাবে করে থাকে। তার প্রস্তাবে আমি রাজি না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের এবং আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য তিনি এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

তার পরোক্ষ মদদে 'সংগ্রামী রাত বাহিনী' নামে প্রতি বরাদ্দের সময় ২০ হাজার টাকা করে চাঁদা চেয়ে আমার কাছে চিঠিও দিয়েছে। তবে জাম গাছটি মরে শুকিয়ে গিয়েছিল তাই কেটে কর্মচারীদের মধ্যে খড়ি ভাগ করে দিয়েছি আর গাছের ফল ভাগ করে নেয়া হলেও তার মূল্য নিয়ে সরকারিখাতে জমা দেয়া হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এর আগে অডিটে দুর্নীতি ধরা পড়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি মেহেরপুর থেকে নড়াইল বদলি হয়েছিলেন